বরিশালে হত্যা করে লাশ ফেলে যায় কুষ্টিয়ায়

রাধা রানী (৪৩) নামের এক নারীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। পুলিশি তদন্ত বলছে, হত্যাটি করা হয় বরিশালে। আর তার হত্যার দায় থেকে নিজেদের বাঁচাতে খুনিরা এ কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল না কেউই।

পুলিশ প্রথম ৬ ঘণ্টার মধ্যে নারীর নাম ঠিকানা সংগ্রহ, হত্যায় ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দসহ সকলকে গ্রেফতার করেছে। পরে ঘটনায় জড়িতদেরও শনাক্ত করে পুলিশ । নিহত রাধা রানী নীলফামারী সদর উপজেলার সন্তোষ চন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে হত্যার পুরো বিষয় জানিয়ে ব্রিফিং করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোস্তাফিজুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম আতিক, কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবুর রহমান।

গত ৫ নভেম্বর কুমারখালী উপজেলার করাতকান্দি এলাকা থেকে এক অজ্ঞাত নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ওই নারীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ভোটার তালিকার সহায়তায় পরিচয় বের করা হয়। ‘রাধা রানী রায় ঢাকায় কাজ করতেন। স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় বাবা সুনিল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে থাকতেন, সেখানে আসা যাওয়া করতেন। এরই মাঝে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শোলক ইউনিয়নের বহরকাঠি গ্রামের আব্দুর রশিদের সাথে তার ঢাকায় পরিচয় হয়। ৭ মাস আগে তারা বিয়ে করেন। তবে রাধা রানীর পরিবারের কেউ বিষয়টি জানতো না।

আব্দুর রশিদের আরও একজন স্ত্রী রয়েছে। তার দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি প্রথম স্ত্রী জেনে গেলে মুসকিলে পড়েন আব্দুর রশিদ। এই টানাপোড়োনে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী রাধা রানীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এরই মধ্যে চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে রাধা রানী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন আব্দুর

রশিদ।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্দুর রশিদ রাধা রানীকে নীলফামারী নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেন। ৪ নভেম্বর রাধা রানীকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আব্দুর রশিদ কয়েকজন সহযোগীসহ নীলফামারী রওনা হন। পথে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে কুমারখালী উপজেলার করাতকান্দি এলাকায় মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়।

তিনি আরও জানান, নিহতের পরিচয় জানার পর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সিসি টিভির ফুটেজের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স চালক হানিফ মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। কুষ্টিয়া আদালতে হানিফ মোল্লা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে সব স্বীকার করেছে। পরে ঘাতক আব্দুর রশিদ ও তার সহযোগী আলামিন খলিফাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনীতে যত্রতত্র বিক্রি শিশু খাদ্য, নেই প্রশাসনিক নজরদারি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মুদি দোকানসহ ভ্রাম্যমাণ দোকানে অবাধে শিশু খাদ্য বিক্রি হলেও প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছেনা।

ব্যবসায়ীদের(বিক্রেতাদের) শারীরিক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হলেও তদারকি নেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। শিশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন মাঠে না নামলে শিশু স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে বলে মন্তব্য শিশু বিশেষজ্ঞদের। শিশু খাদ্য বিক্রি, উৎপাদন ও বাজারজাত করার সরকারি আইন থাকলেও তা প্রয়োগ নেই বলে অভিযোগ শিশু অভিভাবকদের।

মুদি দোকানে সাজানো প্লাস্টিকের কৌটায় বিস্কুট, আইসক্রিম, আইসবার, সরবত ও বেকারি ফুড বিক্রি করা হলেও কৌটার গায়ে নেই উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের নাম, উৎপাদন তারিখ এবং মেয়াদ । বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বাদে আকৃষ্ট হয়ে এসব খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন রোগে

আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে হাজারো শিশু খাদ্য বিক্রির দোকান রয়েছে। এদের মধ্যে ৬ শতাধিক দোকানের তালিকা রয়েছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের কাছে। এদের মধ্যে ৩ শত বিক্রেতাকে প্রিমিসেস ফিটনেস, মেডিকেল ফিটনেস প্রত্যয়ন প্রদান করেছে জেলা সিভিল সার্জন অফিস। তাতে শুধু মাত্র বিক্রেতার কোনো প্রকার ছোঁয়াচে বা কুষ্ঠ রোগ আছে কি না তা উল্লেখ রয়েছে। তাও আবার একই ব্যক্তি এই প্রত্যয়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তাদের সতর্কতামূলক কোনো প্রশিক্ষণ বা নিয়মও বেধে দেয়া হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে দেদারছে বিক্রি করছে শিশু খাদ্য। শিশু খাদ্য বিক্রির বিষয়ে বিধি নিষেধ সম্পর্কে নূন্যতম ধারনা নেই ব্যবসায়ীদের।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ কিছু গাড়ি এসে দোকানে দোকানে শিশু খাদ্য সাপ্লাই দিয়ে যায় । আকর্ষনীয় রং আর স্বাদের হওয়ায় শিশুরা ঝুকছে সেসকল খাদ্যের দিকে।

গাংনী নবীণপুর গ্রামের সেন্টু জানান, তার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে বাড়িতে ভাত না খেয়ে দোকান থেকে ঝাল মুড়ি আর নিম্ন মানের চানাচুর খেয়ে স্কুলে আসে। শারীরিক দূর্বলতার কারণে সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন আগেও অসুস্থ হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় তাকে।

ভাটপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমান জানান, দোকানের বিস্কুট আর পানীয় পান করে ক্ষুধামন্দায় ভুগছে তার মেয়ে হাফিজা।

চৌগাছার আনোয়ার হোসেন জানান, সকালে উঠেই ছেলে মেয়ে বায়না ধরে মুদি দোকানের বিস্কুট আর আইসবার খাওয়ার জন্য, না দিলে ছেলে মেয়ে কান্নাকাটি করে। বাড়ির খাবারের প্রতি তাদের অনীহা।

মাইলমারি গ্রামের মুদি ব্যাবসায়ী রনি জানান, প্রতিবেশী দোকান গুলোতে শিশুদের আকৃষ্ট করার মত অনেক খাবার রয়েছে। আমার দোকানে না থাকায় বেচাকেনা কম হতো। প্রতিবেশী দোকানদারের দেখাদেখি আমাকেও এখন শিশুদের খাবার রাখতে হয়।

গাংনীর মালশাদাহের বসুন্ধরা কফি হাউজ, ইট এন্ড ইনজয়, বাঁশবাড়িয়ার

লিখন কফি হাউজকে ফিটনেস সার্টিফিকেট নেবার কথা বললেও তারা নেইনি বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান জানান, মাঝেমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হলে ব্যবসায়ীরা সতর্ক হবে। আমাদের জনবলের অভাবে তা হয়ে ওঠেনা।

গাংনীতে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে একজন অফিস সহায়ক পদ থাকলেও ১১ বছর ধরে তা শূণ্য রয়েছে। সব কাজ আমাকেই সামলাতে হয়। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেল্থ (আই,পি,এই) এর অনুমোদন ব্যতীত শিশু খাদ্য বাজারজাত করা নিষেধ থাকা সত্বেও যেখানে সেখানে শিশু খাদ্য বিক্রি ও বাজারজাত করা হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশাসন কেন তৎপর নয় এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাদিয়া সুলতানা বলেন, নিম্ন মানের খাবার খেয়ে শিশুদের কিডনি এবং মেধা বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খাবারে অরুচি শিশুদের বেড়ে ওঠাতে বাধাগ্রস্থ করবে, শিশুরা ভুগবে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম বলেন, শিশু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দেয়া আছে। তিনি উপজেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে যারা অবৈধ ব্যাবসায়ী রয়েছে বা নিম্ন মানের খাদ্যসামগ্রীর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, শিশু খাদ্য বিক্রি’র যে যথাযথ আইন আছে তা অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। ভ্রাম্যমাণ অনেক দোকানে শিশু খাদ্য বিক্রি হচ্ছে। এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ আটক দুই

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫’শ ৪০ গ্রাম গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। আজ রবিবার সকালে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল গ্রামের মৃত জাফের মালিথার ছেলে আয়ুব(৫৭) ও একই উপজেলার ভাগজোত লোকনাথপুর গ্রামের সর্দ্দার পাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে মনজিল(৩০)।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, মেহেরপুর গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সর্দ্দারপাড়া ঈদগাহের পাশে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই সুমন, এ এস আই জামিরুল, এএসআই মহিনুল ও কনস্টেবল আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৫’শ৪০ গ্রাম গাঁজাসহ আয়ুর ও মনিজিল আটক করে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুরে নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তের চারজনই মেহেরেপুর সদরের অপর জন মুজিবনগর উপজেলার বাসিন্দা। এ ছাড়াও একটি ফলোআপ পজেটিভ আছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১২ জনের। আর পজেটিভ আসে ৬ জনের। এর মধ্যে একটি ফলোআপ।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৭৪৫ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৯১ জন, সুস্থ ৫৯৯ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২ (সদরে-১৬, গাংনীতে- ৩ ও মুজিবনগরে- ৩) জন।

ভিন্ন সূূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার ফাতেমাতুজ যোহরা(৪৪), রফিকুল ইসলাম(২৩), কাশারী পাড়ার আবু সুফিয়ান(৬২), বোস পাড়ার তৈবুর রহমান(৬৪), অপর জন হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের তাহাজ উদ্দিন(৭৭)।

জীবননগরে ফিল্মি স্টাইলে ব্যাংক থেকে সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলীতে সোনালী ব্যাংকের প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই করেছে দূর্বৃত্তরা। হেলমেট পরিহিত তিন ব্যক্তি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায়। রবিবার দুপুর পৌনে দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু রাসেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, রবিবার দুপুর একটার পর হেলমেট পরিহিত তিন ব্যক্তি ব্যাংকে ঢুকে প্রথমে ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ব্যাংকের দরজা বন্ধ করে দেয়। পরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাদের মোবাইলফোনগুলি ছিনিয়ে নেয়। এসময় ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে থাকা প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই করে তারা।

চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার খন্দকার আব্দুস সালাম জানান, ব্যাংকে কোন সিসি ক্যামেরা না থাকায় ও প্রহরীদের অস্ত্র না থাকায় দুর্বৃত্তরা এমন

ঘটনা ঘটাতে পেরেছে।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ব্যাংকে ছিনতাইয়ের ঘটনা শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।’
উল্লেখ্য, ২০০৯ সালেও একই শাখায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে বলে জানায় স্থানীয়রা।

গাংনীতে বসত বাড়িতে অগ্নীকান্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের সাইকেল মিস্ত্র সুজন আলীর বসত বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নীকান্ডে নগদ টাকা আসবাপত্র পুড়ে ছাই হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্থ সুজন আলী জানান, তিনি তার স্ত্রী অসুস্থতার জন্য শ্বশুর বাড়ী জানশুকা গ্রামে ছিলেন। শনিবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে বাড়ীর মোবাইল ফোনে জানতে পারেন তার ঘরে আগুন লেগেছে। তিনি বাড়ীতে আসার পূর্বেই স্থানীয় বামন্দি ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে ওয়াল শোকেসে থাকা নগদ ৩৮ হাজার টাকা, ঘরসহ মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। সুজন মেকার মহিষাখোলা গ্রামের মিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

আগুনে তাকে সর্বশান্ত করে দিয়েছে। তিনি সরকারী ও স্থানীয়দের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বামন্দি ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিসেন্স ষ্টেশন অফিসার ইছাহক আলী বিশ্বাস জানান, শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে সংবাদ পেয়ে মহিষাখোলা গ্রামের আড়পাড়া রোডে সুজন আলীর বাড়ীতে অগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। আমরা সংবাদ পেয়ে আসার আগেই আসবাপত্র পুড়ে গেছে।

পেনশনের দাবিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংবাদ সম্মেলন

অবসরকালিন ভাতা ও পেনশনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিআরডিবি’র মাঠ সংগঠক ছাবদার রহমান। রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাবদার রহমান মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারী গ্রামের মৃত আলী মোহাম্মদ এর ছেলে।

ভুক্তভোগী বিআরডিবি’র মাঠ সংগঠক ছাবদার রহামন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল বিআরডিবি’র আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসুচীতে মাঠ সংগঠন পদে যোগদান করি। পরে ১৯৯৬ সালের ১২ মে মাঠ সংগঠন পদে বিআরডিবি’র আওতাধীন সমন্বিত গ্রামীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচীতে আত্মীকরণ করা হয়। এরপর থেকে ২০০৫ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি করে অবসরে চলে যাই।

পরবর্তীতে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের ৭১০ জনবলের মধ্যে ৬২৩ জনবল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিআরডিবি’র রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর হয়। যেখানে কতৃপক্ষের ভুলে আমার নামটি ছিল না। আমার নাম ৮৭ জনবল ২০০৮ সালে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। আজ ১৫ বছর ধরে সকল কাগজপত্র প্রদর্শন পূর্বক বিভিন্ন দপ্তরে গিয়েও আশ^◌াস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি।
মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমের সংবাদ কর্মিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য পদ পেলেন মেহেরপুরের বাবু মল্লিক,

রেজা ও জাকির

কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুব লীগের সদস্য পদ লাভ করেছেন মেহেরপুরের তিন রাজনীতিক। তারা হলেন মুজিবনগরের জেমস মল্লিক স্বপন বাবু, গাংনীর রেজাউল ইসলাম ও জাকিরুল ইসলাম।

আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল ইসলাম নিখিল পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেন।

মেহেরপুরের তিন রাজনীতিক যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়ায় তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমনসহ রাজনীতিকরা।

জেমস স্বপন মল্লিক বাবু মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়ত্ব পালন করেছেন। গাংনীর রেজাউল ইসলাম কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের তারেক আল মামুন হলো নির্বাহী কমিটির সদস্য। ঢাঃবিঃ ছাত্রলীগের ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছিল।

ঝিনাইদহে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ মোকাবেলা প্রশিক্ষণ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এইড ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নাধীন “জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা প্রকল্প” ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ও কালিচরণপুর ইউনিয়নের ১৪ টি গ্রামে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

তারই ধারাবাহিকতায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা প্রকল্পের উদ্যোগে উপজেলা সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে ‘জেন্ডার ও নারীর মানবাধিকার’ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক তন্ময় কুমার কুন্ডু। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিজিবিভি প্রকল্প টিম।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কনসালটেন্ট সানাইয়া আনসারী, দিল আফরোজ আক্তার ও তৌফিক আল মামুন। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, সদর থানার প্রতিনিধিগন, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা এলজিইডি কর্মকর্তা,

উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ওসিসি কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার

মহেশপুরে সাংবাদিকের নামে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমানের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে উপজেলার ফতেপুর মাদ্রার সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে মহেশপুরের গণমাধ্যমকর্মীরা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে উপজেলায় কর্মরত সংবাদকর্মী ও এলাকার নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মহেশপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সেলিম, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম, সদস্য সাইফুল ইসলাম ও সত্য সংবাদ প্রকাশের ভিকটিম ফাতেমা খাতুন, ইউপি সদস্য আসাদুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, ফতেপুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী, নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিক আব্দুর রহমানকে হয়রানি করার জন্য মামলা করা হয়েছে। এ সময় বক্তারা, মামলাকে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক উল্লেখ করে দ্রুত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।